# বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮ এর প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফলে সরকারি কোটাবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি মর্মে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩** অনুযায়ী কোন একটি উপজেলার মোট পদের ৬০% মহিলা, ২০% পোষ্য এবং ২০% পুরুষ কোটা নির্ধারিত থাকে [বিধি ৭। (১)(ক)]। উক্ত বিধিমালার বিধি ৭।(২) এর ভাষ্য নিম্নরূপ: *"উপবিধি (১) এ উল্লিখিত মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ কোটা পূরণের ক্ষেত্রে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধি বা সরকারি সিদ্ধান্তে কোন বিশেষ শ্রেণির কোটা নির্ধারিত থাকিলে সেই কোটা সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে।"*

বিধি ৭(২) এর নির্দেশনামতে মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রতিটি কোটা আবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৩/১৯৯৭ তারিখের সম(বিধি-১)-এস-৮/৯৫(অংশ-১)-৫৬(৫০০) নম্বর পরিপত্র অনুসারে ৪ টি বিশেষ শ্রেণীর কোটা ও সাধারণ মেধায় বিভক্ত। বিশেষ শ্রেণীর কোটাগুলো হলো: এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ১০%; মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ৩০%; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৫% এবং আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১০%। অবশিষ্ট ৪৫% পদ মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে একই শ্রেণির সাধারণ মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা হয়।

**উদাহরণস্বরূপ** ধরা যাক একটি উপজেলায় মোট শূন্য পদের সংখ্যা **১০০** যা মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রার্থীদের জন্য নিম্নরূপভাবে বিশেষ শ্রেণীর কোটায় ও সাধারণ মেধায় বিভাজিত:

| মহিলা-৬০ | | | | | পোষ্য-২০ | | | | | পুরুষ-২০ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা | এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা | এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা |
| ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% | ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% | ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% |
| ৬ | ১৮ | ৩ | ৬ | ২৭ | ২ | ৬ | ১ | ২ | ৯ | ২ | ৬ | ১ | ২ | ৯ |

উপরের ছকের ১৫টি কলামের সংখ্যাসমূহের যোগফল ১০০। উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ার কারণে যেকোন কলামের নির্ধারিত পদসংখ্যা পূরণ করা সম্ভব না হলে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৯৬ স্মারকের সিদ্ধান্ত ও বিবেচ্য শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালার বিধি-৭।(১)(খ) অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মেধাক্রম থেকে পূরণ করা হয়। নিয়োগ বিধিমালার উপবিধি ৭।(১)(খ) এর ভাষ্য নিম্নরূপ: *"উপজেলা/থানা ভিত্তিক শূন্যপদ অনুযায়ী কোন কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধাক্রম অনুযায়ী একই উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানার উত্তীর্ণ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা তাহা পূরণ করা হইবে।"*

এবারের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীর কোটায় নির্বাচনযোগ্য উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় শূন্যপদসমূহ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বিধিসম্মতভাবেই কিছু উপজেলায়/থানায় নির্বাচিত পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮ এর প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় উন্নত সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানবীয় হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ ছিল না। ব্যবহৃত সফটওয়্যারে সরকারি কোটাবিধি সঠিক ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে বিধায় প্রত্যেক প্রার্থী বিধি অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(সোহেল আহমেদ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

## সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, ২০১৮-এ মহিলা প্রার্থী হতে পুরুষ প্রার্থী বেশী নির্বাচিত হওয়ার ব্যাখ্যা

**সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩** অনুযায়ী কোন একটি উপজেলার মোট পদের ৬০% মহিলা, ২০% পোষ্য এবং ২০% পুরুষ কোটা নির্ধারিত থাকে। [বিধি ৭। (১)(ক)]

উক্ত বিধিমালার বিধি ৭।(২) এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

*"উপবিধি (১) এ উল্লিখিত মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ কোটা পূরণের ক্ষেত্রে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধি বা সরকারি সিদ্ধান্তে কোন বিশেষ শ্রেণির কোটা নির্ধারিত থাকিলে সেই কোটা সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে।"*

বিধি ৭(২) এর নির্দেশনামতে মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রতিটি কোটা আবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৩/১৯৯৭ তারিখের সম(বিধি-১)-এস-৮/৯৫(অংশ-১)-৫৬(৫০০) নম্বর পরিপত্র অনুসারে ৪ টি বিশেষ শ্রেণীর কোটা ও সাধারণ মেধায় বিভক্ত।

বিশেষ শ্রেণীর কোটাগুলো হলো

১. এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ১০%
২. মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ৩০%
৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৫% এবং
৪. আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১০%।

অবশিষ্ট ৪৫% পদ মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে একই শ্রেণির সাধারণ মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা হয়।

**উদাহরণস্বরূপ** ধরা যাক একটি উপজেলায় মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১০০ যা মহিলা, পোষ্য ও পুরুষ প্রার্থীদের জন্য নিম্নরূপভাবে বিশেষ শ্রেণীর কোটায় ও সাধারণ মেধায় বিভাজিত:

| মহিলা-৬০ | | | | | পোষ্য-২০ | | | | | পুরুষ-২০ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা | এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা | এতিম/ প্রতিবন্ধী | মুক্তিযোদ্ধা সন্তান | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | আনসার ভিডিপি | সাধারণ মেধা |
| ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% | ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% | ১০% | ৩০% | ৫% | ১০% | ৪৫% |
| ৬ | ১৮ | ৩ | ৬ | ২৭ | ২ | ৬ | ১ | ২ | ৯ | ২ | ৬ | ১ | ২ | ৯ |

উপরের ছকের ১৫টি কলামের সংখ্যাসমূহের যোগফল ১০০। উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ার কারণে যেকোন কলামের নির্ধারিত পদসংখ্যা পূরণ করা সম্ভব না হলে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৯৬ স্মারকের সিদ্ধান্ত ও বিবেচ্য শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালার বিধি-৭।(১)(খ) অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মেধাক্রম থেকে পূরণ করা হয়। নিয়োগ বিধিমালার উপবিধি ৭।(১)(খ) এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

*"উপজেলা/থানা ভিত্তিক শূন্যপদ অনুযায়ী কোন কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধাক্রম অনুযায়ী একই উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানার উত্তীর্ণ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা তাহা পূরণ করা হইবে।"*

এবারের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীর কোটায় নির্বাচনযোগ্য উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় শূন্যপদসমূহ সাধারণ প্রার্থীদের দ্বারা পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় বিধিসম্মতভাবেই কিছু উপজেলায়/থানায় নির্বাচিত পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮ এর প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তায় উন্নত সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানবীয় হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ ছিল না। ব্যবহৃত সফটওয়্যারে সরকারি কোটাবিধি সঠিক ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে বিধায় প্রত্যেক প্রার্থী বিধি অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়েছেন।

১৫/১/2020
মোঃ আতিক এস. বি. সাত্তার
সহকারী পরিচালক
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৫/১/২০20
...হেল আহমেদ
পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
...তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার